

২০২১

আচরণ বিধি

দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিকদের
নিরাপত্তা এবং সংঘাত-সংবেদনশীল
রিপোর্টিং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স (PMA)-এর পক্ষ থেকে ইউনেস্কো-র যোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মসূচি (IPDC) এবং ইউনেস্কো নিউ দিল্লী কার্যালয়কে ধন্যবাদ জানাই এই প্রকল্পটিকে সহায়তা করার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রকল্পের সকল অংশীদার ও মিডিয়া অ্যাকশন নেপাল (MAN)-কে, যারা ভার্সুয়াল ওয়ার্কশপ ও মিটিংগুলি সমন্বয়যোগি করে আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পিএমএ'র প্রকল্পসমূহ এবং প্রকল্প ধারণা ও পরিচালনার জন্য মেম্বারশীপ ম্যানেজার জেসমিন চ্যাডলার, প্রকল্প সহায়ক মিঃ লক্ষণ দত্ত পত্ত এবং ডঃ সাদিয়া জামিলকে।

এই গুরুত্বপূর্ণ এবং আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক আচরণবিধি তৈরিতে অন্তর্দৃষ্টি, সততা এবং আগ্রহ প্রকাশের জন্য প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ও বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকার গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে পিএমএ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স-এর পক্ষে প্রকাশিত
পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স ২০২১

এই প্রকাশনায় সন্নিবেশিত চিত্র ও মতামতসমূহ কোন-ভাবেই ইউনেস্কো, পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স বা মিডিয়া অ্যাকশন নেপাল নয়, তা সম্পূর্ণভাবে লেখকের।

গ্রাফিক ডিজাইন: ক্রিস্টিয়ান পোর্টার, পাবলিক মিডিয়া এলায়েন্স

প্রচ্ছদ ছবি: একজন ফটোজার্নালিস্ট তার ক্যামেরার জুম লেন্স তাক করে আছেন যুদ্ধ ও সংঘাতের ছবি তোলার জন্য।

কৃতজ্ঞতা: chameleonseye/iStock

ভাষান্তর: মার্ক মানস সাহা, বিএনএনআরসি

Acknowledgments

The Public Media Alliance (PMA) would like to thank UNESCO's International Programme for the Development of Communication (IPDC) and the UNESCO New Delhi Office for their generous support to this project. Also, our thanks to our project partners, Media Action Nepal (MAN) who were key to facilitating our virtual workshops and meetings.

Particular thanks go to PMA's Projects and Membership Manager, Jasmine Chandler, for conceptualising and running the project; to the project facilitators, Mr. Laxman Datt Pant and Dr. Sadia Jamil; and to PMA Journalist Desilon Daniels for her assistance, coordination and research.

PMA is also grateful to the project participants and media stakeholders from Bangladesh, India, Nepal and Sri Lanka for their insight, honesty, and passion in developing this important and regionally relevant Code of Conduct.

Published by the Public Media Alliance
© Public Media Alliance 2021

Ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO, the Public Media Alliance or Media Action Nepal.

Graphic Design by Kristian Porter, PMA

Cover image: *A press photojournalist is holding a camera with a zoom lens and is photographing war and conflict.*

Credit: chameleonseye/iStock

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যমের চাল-চিত্র বৈচিত্র্যময়, গণমাধ্যমের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলির মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। প্রতিটি দেশের সাংবাদিক নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ইতিহাসের পাশাপাশি সংঘাতের ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচকের অবস্থান বিচারেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে নজরে এসছে। “রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস” (RSF) ২০২১-এর বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম সূচকে ১৮০টি দেশের প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যে এ দেশগুলির কোন অবস্থান নেই। এ সূচকে নেপালের অবস্থান ১০৬তম, শ্রীলঙ্কা ১২৭তম, ভারত রয়েছে ১৪২তম স্থানে, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২তম।

এই প্রেক্ষাপটগুলিকে বিবেচনায় রেখেই দক্ষিণ এশিয়ার মিডিয়ার জন্য একটি সংঘাত-সংবেদনশীল রিপোর্টিং এবং সাংবাদিক নিরাপত্তা প্রকল্পের ধারণা করা হয়েছিল। প্রকল্পটির মধ্যে মিডিয়া ম্যাপিং অনুশীলন, একটি তিনদিনের কর্মশালা, মেন্টরিং সেশন এবং দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল সংবাদ প্রতিবেদনগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৈরি এই আচরণবিধিটিই তার প্রমাণ। সাথে সাথে শেষ হলো দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘাত সংবেদনশীল রিপোর্টিং এবং নিরাপত্তা সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য আচরণবিধি। আশা করা যায়, সংঘাত সংবেদনশীল রিপোর্টিং, সাংবাদিক নিরাপত্তা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই আচরণবিধিটি দক্ষিণ এশিয়ার মিডিয়া পরিবেশকে শক্তিশালী করবে।

পাবলিক মিডিয়া অ্যালায়েন্স (PMA) মাধ্যমে মিডিয়া অ্যাকশন নেপাল (MAN) এবং ইউনেস্কো নিউ দিল্লী অফিসের সহায়তায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, এই আচরণবিধিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মিডিয়া স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত মতামত ও অধিপরা মর্শগুলি প্রতিফলিত। ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ৩১জন ফেলো-সাংবাদিক থেকে শিক্ষাবিদ এবং সম্পাদকগণ একটি কর্মশালায় তাদের আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের সাথে নেটওয়ার্ক করার জন্য, সংঘাতের রিপোর্টিংয়ে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করতে এবং আঞ্চলিক কৌশলগুলিকে সন্নিবেশ করার জন্য জুম-সভা করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল সংঘাত নিয়ে প্রতিবেদন করার সময় প্রতিবেদন-কারীগণ যেন তা নিজেদের নিরাপত্তাসহ নির্ভুল, নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বের সাথে তৈরি করতে পারেন।

এই কর্মশালাটি আচরণবিধি উন্নয়নের জন্য মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। অংশগ্রহণকারীদের নিজ দেশের স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি এই আচরণবিধি তৈরির জন্য দিকনির্দেশনা দান করে। কর্মশালা শেষ হলে, খসড়া আচরণবিধিটির পর্যালোচনা করা হয় এবং মতামত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিশেষ কিছু স্টেকহোল্ডারদের (যেমন- প্রেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি, মিডিয়া শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের) সাথে একটি মত-বিনিময় সভার আয়োজন করে।

এই চূড়ান্ত “আচরণবিধি” কেবলমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার ফেলো এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির একান্ত নিজস্ব। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং সংঘাত সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রকাশের চ্যালেঞ্জের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, দক্ষিণ এশীয় গণমাধ্যমের তৎপরতা উন্নত করার লক্ষ্যে এই আচরণ বিধিমালা তাদের কঠোর যথাযথভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

এই গবেষণা সাংবাদিক নিরাপত্তায় জেডার বিষয়ক প্রয়োজনীয় দিকসমূহের অন্তর্ভুক্তি, শান্তিপূর্ণ সাংবাদিকতার গুরুত্ব, শারীরিক এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য বাস্তবসম্মত পরামর্শ প্রভৃতি বিষয়ে নিবন্ধ ছিল।

Introduction

The media landscape of South Asia is diverse, with each national media system facing unique challenges. Nonetheless, countries like Bangladesh, India, Nepal, and Sri Lanka have some similarities: each country has a history of journalist safety violations as well as a history of conflict. Current press freedom rankings also indicate troubling developments within these target countries – none of them ranks higher than 100 out of the 180 countries in Reporters without Borders’ (RSF) 2021 World Press Freedom Index, with Nepal ranking at 106th, Sri Lanka at 127th, India at 142nd, and Bangladesh at 152nd.

It is with these contexts in mind that a project to focus on conflict-sensitive reporting and journalist safety for South Asian media was conceptualised. The project, which included a mapping exercise, a three-day workshop, mentoring sessions, and the production of conflict sensitive news reports, culminated with the document set out here: the Code of Conduct to Improve Conflict Sensitive Reporting and the Safety of Journalists in South Asia. This code of conduct aims to strengthen the South Asian media environment in terms of conflict sensitive reporting, journalist safety, and self-regulation.

While the project was undertaken by the Public Media Alliance (PMA) with our local partner Media Action Nepal (MAN) and with the support of UNESCO New Delhi Office, this code of conduct represents the collective inputs of numerous media stakeholders in the target countries. From 28-30 September 2021, thirty-one fellows were awarded as part of the project – from journalists to academics and editors – they met virtually in a workshop format to network with their regional counterparts, examine their roles in terms of the reporting of conflict, and to devise regional strategies for covering conflict accurately, impartially, and responsibly while ensuring their own safety and the safety of others. This workshop was the foundation for the development of the code of conduct, with each partici additional stakeholders from the target countries (such as press council representatives, media academics, and journalists) to review and offer feedback on the draft Code of Conduct.

This final Code of Conduct is therefore largely the product of our fellows and media stakeholders from Bangladesh, India, Nepal, and Sri Lanka. As those most affected by the challenges to journalist safety and conflict sensitive reporting, it was only appropriate that

their voices were represented in this document which aims at benefitting the South Asian media landscape.

- Reporters without Borders. 2021. 2021 World Press Freedom Index. [ONLINE] Available at: <https://rsf.org/en/ranking>. [Accessed 3 November 2021].
- Public Media Alliance. 2021. Meet the fellows. [ONLINE] Available at: <https://www.publicmediaalliance.org/-meet-the-fellows-of-our-conflict-sensitive-reporting-and-safety-of-journalists-in-south-asia-workshop/>. [Accessed 3 November 2021].

Our mapping research had also reiterated the need for a more nuanced approach to topics such as the inclusion of a gender perspective in journalist safety; a focus on peace journalism; and the need for practical tips for physical and digital journalist safety.

আচরণ বিধি

দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘাত-সংবেদনশীল রিপোর্টিং এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা উন্নত করা

১. মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান

ক. সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের উচিত গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, অন্তর্ভুক্তি, মানবতা, শান্তি এবং বন্ধুত্বাপন্ন দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, ভ্রাতৃত্বের সুরক্ষা এবং প্রচার বৃদ্ধি করা, একই সাথে মানবতার অধিকার ও মূল্যবোধ শীর্ষক বৈশ্বিক ঘোষণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

খ. সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমকে সদা-সর্বদা নাগরিক নিরাপত্তার অধিকার রক্ষার জন্য সক্রিয় ও তৎপর থাকতে হবে।

২. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

নিজস্ব যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সততার সাথে ব্যবহার করা সাংবাদিকতার মূল কাজ। সাংবাদিকদের উচিত স্থানীয় প্রচলিত আইন বিবেচনায় রেখে সচেতনতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করা। তাদের মনে রাখতে হবে:

ক. মিডিয়া স্টেকহোল্ডার এবং সাংবাদিকদের অবশ্যই ঐ দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এটি তার কাজ এবং সংঘাত সম্পর্কিত রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

খ. রিপোর্ট তৈরিতে স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল ছবি ও ঘটনা বর্ণনা পরিহার করতে হবে।

গ. সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই দেশের আইন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩. নির্ভরযোগ্য সূত্রের গোপনীয়তা

ক. যদি কোন গোপন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে সেই উৎসের গোপনীয়তাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। একজন সাংবাদিককে এ উৎসের পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে উক্ত উৎসটি সম্মতি দিলেই কেবলমাত্র তা প্রকাশ করা যাবে, তাতে সাংবাদিকতার নৈতিকতা লংঘন হবে না।

খ. বেনামী উৎস থেকে প্রাপ্ত অসমর্থিত প্রতিবেদন বা তথ্য প্রকাশের আগে তা ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে। যাচাইয়ের পর যদি মনে হয় তথ্যের সত্যতা অনিশ্চিত তাহলে তা প্রকাশ থেকে বিরত থাকা উচিত।

গ. প্রত্যেকটি অনিশ্চিত উদ্ধৃতি ও বিবরণ যাচাই করা আবশ্যিক। এ ধরনের উপাদান একজন সম্পাদক শুধুমাত্র কেবল জনস্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেগুলি "অনিশ্চিত" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশ করা যেতে পারে, যদি তা একজন সম্পাদক বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। সে ক্ষেত্রে সাংবাদিককে এই তথ্য প্রকাশের পরিণতি ও দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঝুঁকি কমাতে নিরপেক্ষ পছন্দ অবলম্বন

ক. কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা এবং ধর্মের প্রতি অবমাননাকর বা অসম্মানজনক সবধরনের সংবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সামাজিক কল্যাণ ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য, সাম্প্রদায়িক কূসংস্কার, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের অনুভূতি প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

খ. সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের এমন সংবাদ উপাত্ত তৈরি বা পরিবেশন করা উচিত হবে না যা কারো জাতিগত, লিঙ্গ, ধর্মীয়, উপজাতীয় বা আঞ্চলিক পরিচয় বা ভাষাগত পটভূমি, রাজনৈতিক বিশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং বৈষম্য ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে।

গ. সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের উচিত সঠিক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে দুর্বল ব্যক্তি ও শিশু, নারী, প্রবীণ নাগরিক, প্রতিবন্ধি, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি, কোন বিশেষ গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, অঞ্চল, ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা।

Code of Conduct

Improving conflict sensitive reporting & journalist safety in South Asia

1. Respect for human rights and democracy

a. Journalists and mass media should work to enhance the protection and promotion of democracy, justice, equality, freedom, inclusion, humanity, peace, international understanding and fraternity among friendly nations, while at the same time respecting the rights and values guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights.

b. Journalists and news media should always remain active and dedicated to safeguarding the rights of citizens to be well-informed.

2. Take account of the law

a. Media stakeholders and journalists must fully understand the laws of a country as it pertains to their work and their coverage of conflict.

b. Sensationalism in words or pictures should be avoided.

c. Journalists must be aware of the law as it pertains to their own safety and the safety of others.

3. Confidentiality of reliable sources

a. If information is received from a confidential source, then that confidentiality must be respected. A journalist cannot be compelled to disclose such a source; but it shall not be regarded as a breach of journalistic ethics if the source subsequently gives consent of their own volition.

b. Unconfirmed reports or tips from anonymous sources must be verified before publication. If they remain tenuous or unconfirmed after the verification, they must be withheld from publication.

c. Unconfirmed quotes or details must be crosschecked. If such elements are deemed to be in the public interest by an editor, then they can be published but only if they are clearly labelled as being "unconfirmed" and not attributed.

Information received from reliable sources may be published in the public interest if the facts presented are considered trustworthy by an editor. If this is the case, then a journalist is to be absolved from any adverse consequence of publication.

4. Use intersectional and impartial approach to lessen the risk to communal harmony

a. News organisations shall refrain from publishing news that is contemptuous or disrespectful to any caste, creed, nationality, or religion, of any individual or community. For the purpose of upholding societal wellbeing, the publication of communal prejudices and hate speech must be discouraged.

৫. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাত থেকে বিরত থাকা এবং সবার সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

ক. সাংবাদিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে এবং সংঘর্ষের বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় তাদেরকে ব্যক্তিগত মতামত ও পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে।

খ. সাংবাদিকদের উচিত তাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং পক্ষপাত যেন সব সম্প্রদায়, সামাজিক গোষ্ঠী এবং অন্যান্য পরিচয়ের মানুষকে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করে, কোনভাবে কোন বৈষম্যকে প্রভাবিত না করে।

৬. মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সমতার মান বজায় রাখা

ক. সংঘাতের বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় সাংবাদিকদের উচিত ধর্মীয় পরিচয়ের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুভূতি এবং গোপনীয়তাকে সম্মান করা।

খ. সাংবাদিকদের রিপোর্ট তৈরির সময় লিঙ্গ এবং যে কোন লিঙ্গ পরিচয়ের সমান এবং সম্মানজনক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সকল লিঙ্গের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করতে লিঙ্গ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা

ক. সাংবাদিকদের উচিত তথ্য ও সংবাদ প্রকাশের সময় সকল লিঙ্গ বা যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়ে কারও আত্মসম্মান, খ্যাতি এবং পেশাদারীত্বে ক্ষতি হতে পারে এমন কোন তথ্য প্রচার না করা।

৮. ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উচ্ছেদ দিতে পারে এমন তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ থেকে বিরত থাকা সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উচিতঃ

ক. সহিংসতা উসকে দেয় এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মত প্রকাশের সুযোগ না দেয়া।

খ. কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের জন্য অপরাধের কারন হতে পারে এমন গল্পের প্রতিবেদন প্রকাশ না করা।

গ. নবী, দ্রষ্টা বা দেবতাদের নামের বাণিজ্যিক ব্যবহার না করা।

ঘ. কোন ঘটনাকে মিথ্যাভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ না করা।

ঙ. সামাজিক সমস্যা বা সহিংসতার প্রশংসা প্রকাশ পায় এমন কোন গল্পের প্রতিবেদন না করা।

চ. ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সহিংসতাকে উত্তেজিত করে বা উসকে দেয় এমন ভাষা ব্যবহার না করা।

৯. নির্ভুলতা এবং যাচাইকরণ

ক. একজন প্রতিবেদকের উচিত তাদের সামর্থ অনুযায়ী যে কোন রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করা। প্রতিটি রিপোর্টের সত্যতা প্রমানের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

খ. কোন ধরণের গুজব, গুজব সৃষ্টি হয় এমন রিপোর্ট প্রকাশ না করা।

গ. সাংবাদিকদের অবশ্যই নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করতে হবে। কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে, তা-ও জানাতে হবে, যেখানে এটি সম্ভব হয়নি।

b. Journalists and mass media should not produce or distribute news material that discriminates or prejudices anyone on grounds of their racial, gender, religious, tribal, or regional identity, or that associated with their linguistic background, political beliefs or physical and mental health.

c. Journalists and mass media should render special assistance, through the dissemination of accurate information, to vulnerable persons and towards the uplift and development of children, women, elderly citizens, those who are incapacitated, differently able persons, "excluded groups", community, religious, linguistic, and minority groups.

5. Refrain from social and cultural bias and ensure equal representation

a. Journalists should ensure respect for social and cultural sensitivities and must avoid expressing their personal opinions and biases when reporting on conflict.

b. Journalists should ensure their personal opinions and biases do not affect equality of representation for all communities, societal groups, and other identities.

6. Maintain a human rights and gender equality lens

a. Journalists should respect the fundamental rights of religious identity as well as cultural sentiments and privacy when reporting on conflict.

b. Journalists should ensure the equal and respectful representations of gender and gender identity.

7. Avoid gendered disinformation to ensure respect for all genders

a. Journalists should not engage in the dissemination of any information that may cause harm to the self-esteem, reputation, and professional credibility of anyone based on their gender or sexuality.

8. Refrain from publishing content that could incite religious or communal violence

Journalists and news media organisations must:

a. not give a platform to those inciting violence.

b. not report stories that may unnecessarily cause offence to religious groups and identities.

c. not engage in commercial exploitation of the name of prophets, seers, or deities.

d. not falsely apply a communal angle to incidents.

e. not report any story that may facilitate the glorification of social problems or violence.

f. not use language that could inflame or ignite religious or communal tension or violence

১০. যোগাযোগের মাধ্যমে অপরাধবোধের পরামর্শ না দেওয়া

ক. অন্যায়ের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকলে সাংবাদিকদের দোষী পক্ষের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কোনভাবে দোষ দেওয়া উচিত নয়। মতামতে বিচারিক ভার কখনই গ্রহণ না করা।

খ. কোনও সংক্ষুব্ধ পক্ষ কোন সাংবাদিক বা সংবাদ সংস্থার কোন দাবীকে যদি অস্বীকার করে বা ভুল বলে প্রমানিত হয়, তবে এজন্য ক্ষমা চেয়ে সংশোধন প্রকাশ করা সম্পাদকের বাধ্যবাধকতা।

১১. মিডিয়া দিয়ে বিচার না করা

সাংবাদিকদের নিচের বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবেঃ

ক. আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বিচারার্থী কোন মামলার রায় ঘোষণা বা এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যতবাণী হয়েছে এমন সংবাদ প্রকাশ না করা।

খ. এমনভাবে সংবাদ বা প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা যা কোনো বিচার কাজ বা রায়কে প্রভাবিত বা পরিচালনা করতে না পারে।

১২. ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা

ক. দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পাও এমন ভাষা/শব্দ এড়িয়ে চলুন।

খ. যে সব শব্দ/বাক্য তীক্ষ্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলুন। যেমন- "আমাদের" এবং "তাদের"।

গ. নেতা বা প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন দ্বন্দ্ব সংজ্ঞায়িত করা এড়িয়ে চলুন। পাশাপাশি আভিজাত্য এবং কোন শিরোনাম পরিহার করুন। যদি সম্ভব হয় সাধারণ মানুষের কথা বা সম্প্রদায়ের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করুন যারা সরাসরি সংঘর্ষের প্রভাব দেখেছেন।

ঘ. প্রতিবেদন তৈরিতে নিরপেক্ষতা রজায় রাখুন। প্রতিবেদন যেন কোনভাবেই কোন পক্ষের সমর্থন না করে। নিরপেক্ষতার জন্য বিরোধী পক্ষের কাছে প্রশ্ন করুন, তাদের মতামত জানুন, প্রকাশ করুন।

ঙ. শুধুমাত্র একপক্ষের মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ কারো কষ্ট বা নিপীড়নের দিকে নজর দেয়া ও তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।

চ. একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যা করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে সংবেদনশীল শব্দগুলো এড়িয়ে চলুন (যেমন- বিধ্বস্ত, ট্রাজেডি, আতঙ্কিত, শক্তিহীন, অসহায় প্রভৃতি)। এ শব্দগুলি সচরাচর পক্ষপাত তৈরি কও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করে। মতামতের অংশে এ শব্দগুলো পরিহার করা উচিত।

ছ. সংঘাতের সূত্রপাত যে করেছে, তাকে দোষ না দিয়ে কীভাবে সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে, কেন এই পরিণতি, তা তুলে ধরতে চেষ্টা করুন, এবং যা উভয় পক্ষই আশা করেন।

জ. শুধুমাত্র সংসতার বিষয়ে রিপোর্ট করা এবং সংঘাতের "ভয়াবহ" বর্ণনা করা এড়িয়ে চলুন। সহিংসতা এবং সংঘাতের বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠ করতে এরফলে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, অপমান, কষ্ট ও দুর্দশা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করুন।

ঝ. আবেগ প্রবণ এবং অশুদ্ধ শব্দ এবং বাক্যাংশ এড়িয়ে চলুন।

ঞ. প্রতিবেদককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ না পায়। আবেগপূর্ণ ভাষা প্রতিবেদনের নিরপেক্ষতা ও নিভুলতা নষ্ট করে।

9. Accuracy and verification

a. A reporter should, to the best of their ability, verify the facts in any report. They should also incorporate adequate material to prove the truth of the matter reported.

b. Do not spread rumours.

c. Where possible, journalists must use information that has been received through reliable sources. Journalists must state where this has not been possible [See point 3].

10. Do not suggest guilt by association

a. Journalists should not place blame on those associated with guilty parties unless there is reliable evidence of wrongdoing.

b. If an aggrieved party refutes a claim made by a journalist or news organisation that proves to be incorrect, it shall be the obligation of the editor to publish a correction or apology.

11. No trial by media

Journalists should refrain from:

a. Publishing any news that predicts or announces a verdict to any case under trial until after a final judgment has been made by the court.

b. Reporting in a way that might influence or manipulate a trial or verdict.

12. Exercise caution in the use of language

a. Avoid representing a conflict as a clash between two sides.

b. Avoid sharp distinctions, such as "us" and "them".

c. Avoid defining a conflict by always quoting leaders or familiar demands. Go beyond the elites and the headlines. If possible, report the words of ordinary people who may have experienced the ramifications of conflict directly, or, voice the opinions of community members, which might be shared by many others.

d. Take an impartial approach to your reporting. Avoid only reporting what divides each side of a conflict. Ask the opposing sides questions that may reveal common ground. Report on interests from the ground or goals that they may be shared.

e. Avoid only focusing on the challenges, suffering or oppression faced by one side of the conflict.

f. Avoid emotional terms such as devastated, tragedy, terrorised, words are powerless, helpless, or pathetic to describe what has been done to one group. Unless used in an opinion piece, such words can be interpreted as bias and undermine the perception of accuracy. Only quote someone else who uses these words.

g. Avoid placing blame for who started the conflict unless it is explicitly accurate. Instead, try to discover how common problems lead to consequences that were not expected by either side.

১৩. বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন নিশ্চিত করুন। কারো মতামতকে সত্য বলে প্রকাশ করবেন না।

ক. যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে তা প্রতিবেদনে তুলে ধরুন।

১৪. স্বাক্ষরযুক্ত নথি হলেই তা সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। তা-ই সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করা উচিত যা শান্তি সৃষ্টির করে।

ক. একতরফা বিষয়গুলো দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য ক্ষতিকর সুতরাং তা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলুন। শান্তির প্রস্তাব ও উদ্যোগগুলি বিবেচনায় রাখুন, প্রকাশ করুন।

১৫. নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করুন

১৬. বিষয়বস্তু তৈরির দায়বদ্ধতা

ক. জবাবদিহিতা সবার জন্য। সাংবাদিকদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে মানব জীবনে নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মানহানী, প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব না পড়ে। “কারো কোন ক্ষতি নয়” নীতিগুলি মেনে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করুন।

সুপারিশমালাঃ

১. সংবাদ সংস্থাগুলির উচিত ‘মানব সম্পদ নীতিমালা’ সাংবাদিকদের স্বার্থে এবং কল্যাণের জন্য তৈরি করা।

২. কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানীর বিরুদ্ধে আরও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সাংবাদিকদের হয়রানী বন্ধে ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করা।

৩. কর্মীদের জন্য নেতৃত্ব ও লিঙ্গ-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক সোর্স ব্যবহার করার জন্য নির্দেশিকা।

৫. মিডিয়া ম্যানেজার এবং মালিকদের জন্য একটি “আচরণগত বিধি” তৈরি ও চর্চা করা।

h. Avoid only reporting on violence and describing the “horror” of conflict. Report how people might be blocked, frustrated, or humiliated in everyday life, as a way of explaining the violence and the wider impact of conflict.

i. Avoid emotional and imprecise words and phrases.

j. Reporters must take care not to apply personal views. Avoid overly emotive language or language that may undermine impartiality or the accuracy of your report. Aim to describe people by the terms they use to describe themselves.

13. Ensure objective reporting and avoid reporting opinion as fact

a. Instead, try to report on issues that remain unresolved.

14. Avoid welcoming signed documents or ceasefires as something that undeniably leads to the creation of peace

a. Journalists should avoid only reporting one-sided expectations for solutions to a conflict. Try to consider and examine all peace initiatives and proposals, no matter where they come from.

15. Act with due impartiality

16. Be accountable for the content produced

a. Accountability is a two-way process. Journalists must give due consideration to others and ensure that reporting does not unnecessarily have adverse effects on aspects of a person’s life such as their safety, cultural and religious sentiments, privacy, reputation, or financial wellbeing. Consider the principles of ‘do no harm’ and understand the implications of your reporting.

Recommendations for further improvements:

1. News organisations should develop effective HR policies to protect the interests and wellbeing of journalists.

2. To introduce more preventative measures against sexual harassment in the workplace and in the field. Create safe spaces for people to report harassment and abuse.

3. Implement gender sensitive training for leaders and other staff members.

4. Introduce guidelines for reporting when using minors as sources

5. Introduce codes of conduct for media managers and owners.